

৯ ডিয়ান

চাঁপাইনবাবগঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ১১ বছর ধরে উন্নয়ন বঞ্চিত

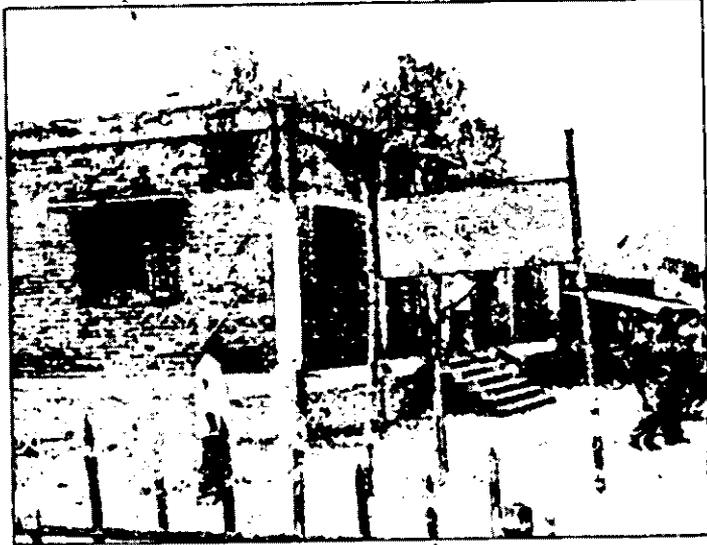
সামসুল ইসলাম চক্ৰ, (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার সরকারি বিধি থাকলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজটি গত ১১ বছর ধরে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

অথচ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার মান ও এইচএনসি ফলাফল ক্রমাগত উন্নত হচ্ছে। এ বছর এইচএনসি পাসের হার ৯১%। পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল ২৯ জন ছাত্রছাত্রী এবং পাস করে ২৮ জন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বহুভাষী পীটিসিপি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নামে ১৯৯০ সালে এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয় একটি হাটপাড়া বাড়িতে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক তিনশ্রেণি ইন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অফিস ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে এইচএনসি ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনা শিক্ষাক্রম চালু হয়। ২০০২ সালে টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ নামকরণ করা হয়।

২০০৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কেন্দ্রীয় বান টার্মিনালের পূর্বে ১ বিঘা অর্পিত সম্পত্তি ৯৯ বছরের জন্য দিওয়ান্ডা হয়। এ সময় কিছু শিক্ষানুরাগী ও জেলা পরিষদের অর্থ সহায়তায় ২টি অসম্পূর্ণ শ্রেণী তফাৎ নির্মাণ করা হয়। আর্থিক সমস্যার কারণে অদাবাধি ওই দুটি শ্রেণী কলেজের দরজা-জানালা নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। কলেজের জমির পাশে



চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরে অবস্থিত দরজা জানালাহীন একটি কারিগরি কলেজ - সংবাদ

মাসিক ২০০০ টাকা ভাড়া ৬ কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিনশেড বাড়িতে কম্পিউটার ল্যাব, টাইপ ল্যাব, লাইব্রেরি, অধ্যক্ষের অফিস, হিসাব শাখা ও শিক্ষকদের কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বর্ষান্তর সময় এ বাড়ির টিন চূয়ে পানি পড়ে।

কলেজের অধ্যক্ষ জানান, বর্তমানে এ কলেজে ২ খর্বে ২০ জন ছাত্রী ও ৫৯ জন ছাত্র লেখাপড়া করে। কলেজের করণ দশা শেষ হলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করে অনেকে ইতোমধ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অনেকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং আপাততঃ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখবে। ওরুতপূর্ণ এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অসহ্য পক্ষে ৯ কক্ষবিশিষ্ট একটি ভবনের প্রয়োজন। তিনি এ ব্যাপারে সরকারের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।